দামুড়হুদায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী দড়িটানা খেলা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় হয়ে গেলো গ্রাম-বাংলার ঐহিত্যবাহী দড়িটানা খেলা। উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামে এ খেলার আয়োজন করা হয়। গ্রামের পশ্চিমপাড়া যুবসংঘের আয়োজনে শনিবার দিনব্যাপি গ্রামসংলগ্ন ভৈরব নদের তীরে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্যবাহী এ খেলা দেখতে হাজারো মানুষের ঢল নামে কার্পাসডাঙ্গা গ্রামে।

আয়োজকরা জানান, খেলায় মোট ৮টি দল অংশ নেয়। শনিবার সকাল থেকে কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের তিনটি দল, জগন্নাথপুর গ্রামের দুটি দল এবং গচিয়ারপাড়া, কোমরপুর ও আনন্দবাস গ্রামের একটি করে দল খেলায় অংশ নেয়।

শনিবার বিকালে এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত খেলা চলমান ছিলো। আয়োজনরা জানান, খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলকে পুরষ্কার হিসেবে একটি করে ছাগল প্রদান করা হবে।

ঘন কুয়াশায় ঢাকা চুয়াডাঙ্গা শহর,দেখা মেলেনি সূর্যে

শনিবার সারাদিন ঘন কুয়াশায় ঢেকে ছিলো চুয়াডাঙ্গা। সকাল থেকে তীব্র কুয়াশার কারণে সড়কে যানবাহন চলছে ধীর গতিতে। সব যানবাহনই হেডলাইট জালিয়ে চলাচল করছে। কুয়াশার কারণে দৃষ্টিসীমা ছিলো মাত্র ২০০ মিটার।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস শনিবার সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে ১৪ দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস। কুয়াশা থাকলেও শীত আছে। শীতে নিম্ন আয়ের মানুষদের কষ্ট পেতে হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের কুল ব্যবসায়ী হযরত আলী বলেন, খুবই কুয়াশা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ক্রেতা নেই। কুল বিক্রি করতে পারছি না। ৬০ টাকার কুল ২০ টাকাতেও কেউ কিনছে না।

চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে আসা শহরের গুলশানপাড়ার ইদ্রিস আলী বলেন, কুয়াশার কারণে শহরের মধ্যেও চলাচল করা যাচ্ছে না। সকাল ৯টার সময়ও কুয়াশার কারণে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

চুয়াডাঙ্গা শহরের ভ্যান চালক আব্বাস মন্ডল জানান, ভোরে তিনি শহরের শহীদ হাসান চত্বরে এসে দেখেন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একইভাবে কুয়াশা আছে সারাদিন। শহরে লোকজন কম। যাত্রী নেই। কোনো আয় হয়নি তার।
শহর ঘুরে দেখা গেছে, সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা চুয়াডাঙ্গা। শহরের প্রধান সড়কগুলোতে ধীর গতিতে যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে। বেশিরভাগ যানবাহন চলাচল করেছে হেডলাইট জ্বালিয়ে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রকিবুল হাসান জানান, ঘন কুয়াশার কারণে সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গার দৃষ্টিসীমা ছিলো ২০০ মিটার। সারাদিন সূর্য দেখা যায়নি।

দর্শনায় সাধারন সম্পাদক প্রার্থী নফরের সাংগঠনিক কার্যালয়ের শুভ উদ্ধোধন

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক প্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফরের সাংগঠনিক কার্যালয়ের শুভ উদ্ধোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকাল ৪ টায় দর্শনা কেরুজ পৃজা মন্দিরের পাশে এ সাংগঠনিক কার্যালয়ের শুভ উদ্ধোধন অনুষ্টিত হয়।

এ উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ডিষ্টিলারী

বিভাগের ফিটার আনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর, তিনি বলেন আমি নতুন প্রার্থী হলেও সকলে আমাকে চেনেন বা জানেন। আপনারা আমাকে নির্বাচিত করলে শ্রমিকদের স্বার্থে যা,যা করার দরকার আমি তাই করবো। এ মিলে নিয়োগ প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনবো এবং এ মিলের শ্রমিকরা বহুদিন ধরে চুক্তি ভিত্তিক হিসাবে কাজ করছে তাদের চাকুরী স্থায়ী করনের ব্যাবস্থা করবো। আমি ক্ষমতায় এলে শ্রমিকদের সবসময় পাশে থাকার চেষ্টা করবো।

এ সময় পরিবহন বিভাগের ইয়াসির আরাফাত মিলনের উপস্থাপনায় শ্রমিকদের মধ্যে বক্তব্যে রাখেন, বিদুৎ বিভাগের মনিরুল ইসলাম ঝন্টু, কেরু বিভাগের সুপার ল্যাবের সোলাইমান কবির, পরিবহন বিভাগের সাবেক মেম্বার বাবুল আক্তার, পরিবহন বিভাগের সানোয়ার হোসেন, পরিবহন বিভাগের সাইফুল ইসলাম হুকুম, পরিবহন টারবাইনের আব্দুল হান্নান, পরিবহন বিভাগের ওয়েল্ডার সাগর হোসেন, আব্দুল মজিদ, ইক্ষু বিভাগের জুলহাস, ফার্মের করনিক রশিদুল, আকরাম হোসেন, খদিমুল বাসার শাবান, ইলেকট্রিশিয়ান আব্দুল করিম, সাবেক সহসভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ফারুক আহম্মেদ, প্রমুখ।

জীবননগরে শীতার্থ মানুষের মাঝে উদ্দীপন এনজিওর কম্বল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়ায় বেসরকারি সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান উদ্দীপন (এনজিও) শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে।

শুক্রবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪ টায় সংস্থার স্থানীয় কার্যালয়ে এই কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপন এনজিওর আন্দুলবাড়িয়া শাখা ব্যবস্থাপক আল আসমাউল হুসনার সঞ্চালনায় কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিষ্ঠানের দর্শনা আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (আরএম) বিপ্লব

কুমার পোদ্দার।

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাতর চুয়াডাঙ্গার জীবননগরের আন্দুলবাড়িয়া গরীর অসহায় দুস্থ মানুষ এসব মানুষ কস্বল পেয়ে খুব খুশি ও আনন্দিত হয়ে উদ্দীপন এনজির প্রতিকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দর্শনায় মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে জনসতেনতা মুলোক উঠান বৈঠক

দর্শনা পৌর এলাকায় মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নিযার্তন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবনতা প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে জনসতেনতা মুলোক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকাল ৪টায় দর্শনা থানার ২নং বিট পুলিশিং আয়োজনে পৌর এলাকার পরাণপুর সরকারী স্কুল মাঠে বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়িচ্ছি প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে গ্রামবাসীর সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি সোলায়মান হোসেনের সভাপত্বিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর। তিনি এলাকার জন সাধারণের সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, মাদক, সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ, নারী নিযার্তন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবনতা প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ করতে আমিসহ আমার পুলিশ বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে গ্রামবাসী যদি আমাদের সহযোগিতা করেন, তাহলে দ্রুত সমাজ থেকে মাদক ও সন্ত্রাসসহ সকল অপকর্ম দুর হবে।

এছাড়া উপস্থিত সকলকে তাদের ছেলে-মেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দিয়ে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলার পরামর্শ দেন এবং তিনি আরো বলেন, মেয়ে সংসারের বোঝা নয় তাদের লেখাপড়া করিয়ে সম্পদ করে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইন্সেপেক্টর অপারেশন নিরব হোসেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক কামরুল হাসান হিরো, ৫নং

ওয়ার্ড আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরজে আলী। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, আলতাফ হোসেন মন্ডল, আবু বক্কর, শাহজুল ইসলাম ও আব্দুল ওয়াদুদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা থানার তদন্ত কর্মকতার্ আহম্মেদ আলী।

দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে আটক ২

দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পৃথক দুটি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়েছে। এ অভিযানে দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরে দু’সহদর রাজ্জাক ও ওয়াসীমকে মাদক সহ আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজনকে ইয়াবা ও অপরজনকে ফেনসিডিল সহ আটক করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে ও সরকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয় দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ সময় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের স্কুলপাড়ায় অভিযান পরিচালনাকালে আনারুল ইসলামের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩০) বসতঘরে তল্লাসী চালিয়ে ২১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার সহ তাকে আটক করা হয়।

পরে আটককৃত আসামীকে ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ রায় প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে ও সহকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন।

পৃথক আরেকটি অভিযানে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে একই অভিযানিক দল মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের স্কুলপাড়ায় রাজ্জাকের বড় ভাই ওয়াসিমের (৩৬) নিজ বসতঘরে। এ অভিযানে তার বসতঘর হতে ৮ বোতল ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত আসামী ওয়াসীমের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ওয়াসিমের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান,জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা সহ জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাসপাতাল রোড এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। পরিচালিত অভিযানে হাসপাতাল মোড়ের ফার্মেসিগুলোতে তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অভিযানে মেসার্স মতিন ফার্মেসিতে তদারকিকালে ফ্রিজ ও র্যাকে সংরক্ষিত মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ঔষধ পাওয়া যায়। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়ের অপরাধে এর মালিক মোঃ আব্দুল মতিনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৫১ ধারায় ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মেসার্স তুহিন ফার্মেসিতে তদারকি করা হয়। এসময় ফ্রিজ ও র্যাক থেকে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ জব্দ করা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভ্যাক্সিন ও ইনজেকশন ফ্রিজের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। উক্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ নাজমুন নকিবকে ৫১ ধারায় ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে ০২টি ফার্মেসিকে মোট ২০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় আরো বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয় এবং সবাইকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় না করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর,

চুয়াডাঙ্গা এর সহকারী পরিচালক এ কে এম মহসীনিন মাহবুব ও চুয়াডাঙ্গা জেল পুলিশের একটি টিম।

জনসার্থে এই অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

চুয়াডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আয়োজনে অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আয়োজনে অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় শহরের টার্মিনাল সংলগ্ন চেম্বার ভবন হল রুমে।

চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সভাপতি ইয়াকুব হোসেন মালিক এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ্ আল-মামুন।

এ সময় তিনি বলেন, আমরা আপনাদের ঘরের সন্তান। এই শীতে আপনারা অমানবিক কষ্ট করবেন, তা মেনে নেয়া যায় না। আপনাদের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে আমরা এখানে এসেছি, পরিবারের সদস্য হিসেবে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে। এ সময় তিনি মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে সবাইকে আহ্বান জানান। যে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কারও চোখে পড়লে পুলিশকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মাহাব্বুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাজীব হাসান কচি, বাংলাদেশ সাংবাদিক

সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন, চুয়াডাঙ্গা দোকান মালিক সমিতি সাধারণ সম্পাদক ইবরুল হাসান জোয়ার্দ্দার ইবু সহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতৃবৃন্দ।

দর্শনা বড়বলদিয়া মাদ্রাসা ছাত্রীর বিষপানে আত্ম*হত্যার চেষ্টা

দর্শনা বড়বলদিয়া মাদ্রাসার ওনজিলা খাতুন নামের এক ছাত্রীর বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে। এতে গুরুত্বরভাবে অসুস্থ অবস্থায় তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড় বলদিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্রী।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ওসমানপুর বেদেপোতা গ্রামের জনৈক্য ব্যাক্তির শিশু কন্যা ওনজিলা খাতুন (১১)। সে একই উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার অধ্যায়নরত ছাত্রী।

বুধবার সকালের দিকে মাদ্রাসার একই ক্লাসে অধ্যায়নরত বান্ধবীদের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। এনিয়ে সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উকুন মারা বিষপান করে ওনজিলা খাতুন। ফলে গুরুত্বরভাবে অসুস্থ হলে মাদ্রাসার শিক্ষকরা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। তবে তার বিষপানের নেপথ্য নিয়ে বড়বলদিযা গ্রামে নানামুখি গুঞ্জণ শুনা যাচ্ছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সদর হাসপাতালে মাদ্রাসা ছাত্রী ওনজিলা খাতুনের অবস্হা আশংকাজনক।

[redacted]

[redacted]